দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 01 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ত্রিশালে প্রধান শিক্ষকবিহীন ৭৬ প্রাথমিক বিদ্যালয়

এইচএম জোবায়ের হোসাইন, ত্রিশাল ●

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারপ্রাপ্তের ভারে নুয়ে পড়েছে। উপজেলার ১৮০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৬ বিদ্যালয় চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে মামলাজনিত কারণে সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় মাঠপর্যায়ে সরকারের পলিসি ও নীতি বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। এ ছাড়া বিদ্যমান বদলির নীতিমালার আলোকে সিনিয়র শিক্ষকদের বদলির কারণে প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোর অভিজ্ঞ শিক্ষকরা সুবিধাজনক স্থানে বদলি হওয়ার কারণে জুনিয়র শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে পালন করছেন। এতে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটছে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদেরই প্রধান শিক্ষককের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা দাপ্তরিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদানে অন্য শিক্ষকদের বাড়তি চাপ নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া উপজেলার ১৮০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ শতাংশ পদোন্নতি ও ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ করার বিধান থাকলেও বাস্তবায়নে তা না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

ত্রিশাল উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, ত্রিশাল উপজেলার ১২ ইউনিয়নে ১৮০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ৭৬ বিদ্যালয়ই চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে ৫-১০ বছর ধরে চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে ত্রিশালের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। অফিসিয়াল কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রধান শিক্ষক প্রতিনিয়তই ব্যস্ত থাকার কারণে বিদ্যালয়গুলো যেন হয়ে পড়ে অভিভাবকহীন। পদোন্নতি না থাকায় ত্রিশাল উপজেলায় ২৭-৩৩ বছর ধরে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যাও রয়েছে অনেক।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী, পোড়াবাড়ী ক্লাস্টারে ১৫টি, ত্রিশাল পৌরসভায় ৩, ধানীখোলা ক্লাস্টারে ৮, সাখুয়া ক্লাস্টারে ৯, বিয়ারা ক্লাস্টারে ১৩, বিলবোকা ক্লাস্টারে ৪, আমিরাবাড়ী ক্লাস্টারে ১৭ ও বাগান ক্লাস্টারের ৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে।

বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– বাহাদুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সপ্রাবি), চরমাদাখালী নতুন চর সপ্রাবি, ধলা নামাপাড়া সপ্রাবি, ধলা খাঁপাড়া সপ্রাবি, মান্দাটিয়া সপ্রাবি, কুষ্টিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সপ্রাবি, ঝিলকি সপ্রাবি, চাঁদবাড়ী সপ্রাবি, বড়মা সপ্রাবি, ফাতেমা জালাল সপ্রাবি, দেওপাড়া সপ্রাবি, তালতলা সপ্রাবি, বালিদিয়া কচিকাঁচা সপ্রাবি, বেকির চরমাদুশা সপ্রাবি, বানিয়া ধালা সপ্রাবি, যশিদার কালিম উদ্দিন সপ্রাবি, মাগুরজোড়া সপ্রাবি, গোলাভিটা সপ্রাবি, হরিরামপুর পূর্ব সপ্রাবি, রায়েরগ্রাম সপ্রাবি, চাউলাদী সপ্রাবি, বড়গাঁও সপ্রাবি, কাঁঠালিবন্দ সপ্রাবি, গুজিয়াম সপ্রাবি, কাচাচড়া সপ্রাবি, কুর্ষানগর সপ্রাবি, নামা বড়গাঁও সপ্রাবি, চান্দেরটিকি সপ্রাবি, নিঘোরকান্দা সপ্রাবি, চাউলাদী এমএইচ সপ্রাবি, শেখ আব্দুল হাই একাডেমি সপ্রাবি, ধনিয়ারচালা সপ্রাবি, গুজিয়াম দক্ষিণপাড়া সপ্রাবি, কোনাবড়ী সপ্রাবি, অলহরী জয়দা সপ্রাবি, অলহরী দুর্গাপুর সপ্রাবি, মঠবাড়ী উত্তর সপ্রাবি, আনিস মান্নান সপ্রাবি, পাঁচপাড়া সরকারবাড়ি সপ্রাবি, আউলটিয়া কামাল উদ্দিন সপ্রাবি, লালপুর সপ্রাবি, জামতলী সপ্রাবি, বাদামিয়া সপ্রাবি, মঠবাড়ী সপ্রাবি, কুরুয়াগাছা সপ্রাবি, নিজবাখাইল উত্তর সপ্রাবি, সানকিভাঙ্গা দক্ষিণ সপ্রাবি, সানকিভাঙ্গা বিবাদিয়া সপ্রাবি, ফুটি সপ্রাবি, ১৬৯নং মঠবাড়ী সপ্রাবি, হরিয়াগুনি সপ্রাবি, খাঘাটি মধ্যপাড়া সপ্রাবি, খাঘাটি নতুন বাজার সপ্রাবি, রায়মনি দক্ষিণ সপ্রাবি, বামনাখালী সপ্রাবি, চিকনা মনোহর সপ্রাবি, ধানীখোলা দক্ষিণ ভাটিপাড়া সপ্রাবি, দক্ষিণ ধানীখোলা সপ্রাবি, উজানদাসপাড়া সপ্রাবি, সোনাখালী পাজলার চরসপ্রাবি, পলাশতলী সপ্রাবি, শিমুলিয়াপাড়া সপ্রাবি, সোনাখালী মধ্যপাড়া সপ্রাবি, ঝাইয়ারপাড় সপ্রাবি, ভাওয়ালিয়াপাড়া সপ্রাবি, ধানীখোলা ঝাইয়ারপাড় সপ্রাবি, চকরামপুর সপ্রাবি, বাবুপুর সপ্রাবি, সাখুয়া সপ্রাবি, কাজিরকান্দা সপ্রাবি, আখরাইল সপ্রাবি, কাকচর উত্তর সপ্রাবি, সাখুয়া শেখবাজার সপ্রাবি, নগরচড়া সপ্রাবি ও বীররামপুর নামপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।